www.AmarIslam.com

রিসালা নং- ১৩

ইস্তিন্জার পদ্ধতি

- জমজম শরীফের পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করা কেমন?
- ইস্তিন্জা করার সময় বসার পদ্ধতি
- ইস্তিন্জার ঢিলার বিধান
- টয়লেট প্যাপার থেকে সৃষ্টি হওয়া রোগসমূহ
- শৌচাগারে যাওয়ার ৪৭টি নিয়্যত

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

مکتبۃ المدینہ
(دعوت اسلامی)

www.AmarIslam.com

ইস্তিন্জার পদ্ধতি

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দোআ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোআটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোআটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**:** কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহন করল অথচ সে নিজে গ্রহন করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারূল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষন

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ইস্তিন্‌জার পদ্ধতি (হানাফী)

শয়তান লাখো বাধাঁ প্রদান করুক আপনি এ রিসালা সম্পূর্ণ পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এটার উপকারীতা নিজেই দেখতে পাবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিয়ুল মুযনিবীন, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা তোমাদের মজলিশ সমূহকে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে সজ্জিত করো; কেননা আমার উপর তোমাদের দরূদ শরীফ পড়া কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

[আল জামিউস্ সগীর লিস সূয়ুতী, পৃষ্ঠা-২৮০, হাদীস- ৪৫৮০]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب !   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ্** তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

শাস্তি হালকা হয়ে গেল

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: **মদীনার তাজেদার, রাসুলগণের সরদার, হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দু'টি কবরের পাশ দিয়ে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। (তখন অদৃশ্যের সংবাদ দিয়ে) ইরশাদ করেন: "এ দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, আর তা কোন বড় জিনিসের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছেনা (যা থেকে বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়) বরং তাদের মধ্যে একজন প্রস্রাবের ছিটা থেকে বেঁচে থাকত না, অন্যজন চুগলখোরী করতো।" তারপর **রহমতে আলম, নূরে মুযাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খেজুরের একটা তাজা ডাল নিয়ে সেটাকে ভেঙ্গে দু'ভাগ করলেন এবং কবর দু'টির উপর একেকটা অংশ পুঁতে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: "যতদিন পর্যন্ত এ দু'টি শুষ্ক হবে না, ততদিন পর্যন্ত এই দু'জনের আযাব হালকা হবে।"

[সুনানে নাসায়ী, ১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩১। সহীহ্ বুখারী, ১ খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২১৬]

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ইস্তিন্‌জার পদ্ধতি

◈ ইস্তিন্‌জাখানায় জ্বীন ও শয়তানসমূহ থাকে, যদি যাওয়ার পূর্বে بِسۡمِ الله পড়া হয়, তবে এর বরকতে তারা সতর (গোপন অঙ্গ) দেখতে পাবেনা। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: জ্বীনের চোখ এবং লোকদের সতরের মাঝে পর্দা হল যখন টয়লেটে যাবে, তখন بِسۡمِ الله পড়ে নেওয়া। [সুনানে তিরমিযী, ২ খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬০৬] অর্থাৎ যেভাবে দেওয়াল এবং পর্দা লোকদের দৃষ্টির জন্য আড়াল হয়ে দাঁড়ায়, সেভাবে **আল্লাহ্**র যিকির জ্বীনদের দৃষ্টির মধ্যে বাধাঁ হয়ে দাঁড়াবে, জ্বীন তাকে দেখতে পাবে না।

[মিরআতুল মানাজিহ্, ১ খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা]

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

۞ ইস্তিন্‌জাখানায় প্রবেশ করার পূর্বে بِسْمِ الله পড়ে নিন, বরং উত্তম হল, এই দোআ পড়ে নেওয়া: (শুরুতে ও শেষে দরূদ শরীফ পড়ে নিন)

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ

অর্থ: **আল্লাহ তায়ালার** নামে আরম্ভ। হে **আল্লহ!** আমি অপবিত্র (পুরুষ ও নারী) জ্বীনগুলো থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি।

[কিতাবুদ্‌ দুআ লিত্‌ তাবরানী, ১৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৫৭]

۞ তারপর প্রথমে বাম পা টয়লেটের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। ۞ মাথা ঢেকে ইস্তিন্‌জা করবেন। ۞ খালি মাথায় ইস্তিন্‌জাখানায় প্রবেশ করা নিষেধ। ۞ যখন প্রস্রাব বা পায়খানা করার জন্য বসবেন তখন মুখ এবং পিঠ উভয়ের কোনটি যেন ক্বিবলার দিকে না হয়, যদি ভুলবশত ক্বিবলার দিকে মুখ কিংবা পিঠ করে ইস্তিন্‌জার জন্য বসে যান, তবে স্মরণ আসা মাত্রই তাড়াতাড়ি ক্বিবলার দিক থেকে এভাবে ফিরে যাবে যে, কমপক্ষে ৪৫ ডিগ্রী থেকে বের হয়ে যায়। এতে আশা করা যায় যে, এর জন্য ক্ষমা করে দেয়া হবে। ۞ শিশুদেরকেও ক্বিবলার দিকে মুখ কিংবা পিঠ করে প্রস্রাব কিংবা পায়খানা করাবেন না। যদি কেউ এরকম করে তবে সে গুনাহ্‌গার হবে। ۞ যতক্ষণ পর্যন্ত পায়খানা করার জন্য বসার নিকটস্থ হবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত কাপড় শরীর থেকে সরাবেন না এবং শরীর প্রয়োজন থেকে বেশী খুলবেন না। ۞ তারপর উভয় পা প্রশস্থ করে বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে বসবেন, এভাবে বড় আঁতের মুখ খুলে যায় এবং মল সহজে বের হয়। ۞ কোন ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবেন না। কেননা এটা কল্যান থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবার কারণ। ۞ ঐ সময় হাঁচি, ۞ সালাম বা আযানের জবাব মুখে দিবেন না। ۞ যদি নিজের হাঁচি আসে তবে মুখে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ না বলে অন্তরে বলুন। ۞ কথাবার্তা বলবেন না।

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

۞ নিজের লজ্জাস্থানের দিকে দেখবেন না। ۞ ঐ নাপাক (বস্তু) যা শরীর থেকে বের হচ্ছে দেখবেন না। ۞ বিনা প্রয়োজনে বেশীক্ষণ টয়লেটে বসে থাকবেন না, কেননা এর ফলে অশ্বরোগ হওয়ার আশংকা থাকে। ۞ প্রস্রাবে থুথু ফেলবেন না, নাকও পরিষ্কার করবেন না, অপ্রয়োজনে গলার আওয়াজ দিবেন না, বারংবার এদিক সেদিক দেখবেন না, বিনা প্রয়োজনে শরীর (লজ্জাস্থান) স্পর্শ করবেন না, আকাশের দিকে দেখবেন না, বরং লজ্জা সহকারে মাথা ঝুকিয়ে রাখবেন। ۞ টয়লেট করার পর প্রথমে প্রস্রাবের জায়গা ধৌত করবেন তারপর পায়খানার স্থান। ۞ পানির মাধ্যমে ইস্তিন্জা করার মুস্তাহাব পদ্ধতি হল, একটু প্রশস্থ হয়ে বসবেন এবং ডান হাতে আস্তে আস্তে পানি ঢালবেন আর বাম হাতের আঙ্গুলের পেট দিয়ে নাপাকীর স্থান ধৌত করবেন। আঙ্গুলের মাথা যেন না লাগে প্রথমে মধ্যমা আঙ্গুল উপরের দিকে রাখবেন, তারপর তর্জ্জনী আঙ্গুল, তারপর কনিষ্ঠা আঙ্গুল উচুঁ রাখবেন। বদনা উপরে রাখবেন, যাতে ছিটা না পড়ে। ডান হাত দিয়ে ইস্তিন্জা করা মাকরুহ। ধৌত করার সময় এ পদ্ধতি অর্থাৎ নিঃশ্বাসের জোরে নিচের ভাগ চেপে রাখবেন, যাতে নাপাকীর জায়গা ভালভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ চর্বির মত আদ্রতার প্রভাব অবশিষ্ট না থাকে। যদি রোযাদার হোন তবে অতিশয়তা অবলম্বণ করবেনা। ۞ পবিত্রতা লাভের পর হাতও পবিত্র হয়ে গেছে; কিন্তু পরে কোন সাবান ইত্যাদি দিয়ে ধুয়ে নিন। [বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৪০৮-৪১৩ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৬১৫ পৃষ্ঠা] ۞ যখন ইস্তিন্জা খানা থেকে বের হবেন তখন প্রথমে ডান পা বের করবেন এবং বের হওয়ার পর (আগে পরে দরূদ শরীফ সহকারে) এই দোআ পড়বেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّی الْاَذٰی وَعَافَانِیْ

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

অর্থ:- **আল্লাহ তাআলা**র জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমার নিকট থেকে কষ্ট দূরীভূত করেছেন এবং নিরাপত্তা দান করেছেন। [সুনানে ইবনে মাযাহ্, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা- হাদীস- ৩০১] উত্তম হচ্ছে, সাথে এ দোআও মিলিয়ে নিন এভাবে দু'টি হাদীসের উপর আমল হয়ে যাবে: غُفْرَانَكَ অনুবাদ: **আল্লাহ তাআলা**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। [সুনানে তিরমিযী, ১ম খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জমজম শরীফের পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করা কেমন?

- জমজম শরীফের পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করা মাকরুহ এবং ঢিলা না নিলে তখন নাজায়েয। [বাহারে শরীয়ত, ১ খন্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা]
- ওযুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা উত্তমের বিপরীত। [প্রাগুক্ত]
- পবিত্রতা অর্জনের পর অবশিষ্ট থেকে যাওয়া পানি দ্বারা ওযু করা যাবে, কিছু লোক এগুলোকে ফেলে দেয় এটা উচিত নয়, কেননা তা অপচয়ের অন্তর্ভূক্ত। [প্রাগুক্ত]

ইস্তিন্জাখানার দিক ঠিক রাখুন

যদি **আল্লাহ** না করুন আপনার ঘরের ইস্তিন্জাখানার দিক ভূল থাকে অর্থাৎ বসার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ বা পিঠ হয় তবে এটা ঠিক করার তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন। কিন্তু এটা মনমানসিকতা রাখতে হবে যে, সামান্য বাঁকা করা যথেষ্ট নয়। **W.C.** (কমোড) যেন এই ভাবে হয়, বসার সময় মুখ বা পিঠ ক্বিবলা থেকে ৪৫ ডিগ্রীর বাইরে থাকে। সহজ এটাতে যে, ক্বিবলা থেকে ৯০ ডিগ্রীর উপর দিক রাখুন। অর্থাৎ নামাযের পর দু'বার সালাম ফিরানোতে যেভাবে মুখ করে থাকে, ঐ দুই দিকের যেকোন একদিকে **W.C.** (কমোডের) মুখ রাখুন।

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ইস্তিন্‌জার পর পা ধুয়ে নিন

পানি দ্বারা ইস্তিন্‌জা করার সময় সাধারণত পায়ের গোড়ালীর দিকে পানির ছিটা আসে, এজন্য সতর্কতা হচ্ছে, কাজ সম্পাদনের পর ঐ অংশ ধৌত করে পবিত্র করে নেয়া, কিন্তু এটা খেয়াল রাখবেন যেন ধৌত করার সময় নিজের কাপড় বা অন্যান্য জিনিসের উপর ছিটা না পড়ে।

গর্তে প্রস্রাব করা

রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিয়ুল মুযনিবীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন গর্তে প্রস্রাব না করে।"

[সুনানে নাসায়ী, ১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৪]

জ্বীন শহীদ করে দিল

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: গর্ত দ্বারা উদ্দেশ্য জমীনের গর্ত বা দেওয়ালের ফাটল। কেননা অধিকাংশ গর্তের মধ্যে বিষাক্ত প্রাণী বা পিঁপড়া সমূহ ইত্যাদি দূর্বল প্রাণী বা জ্বীন থাকে। পিঁপড়া সমূহ প্রস্রাব বা পানি দ্বারা কষ্ট পাবে বা সাপ ও জ্বীন বের হয়ে আমাদেরকে কষ্ট দিবে। এজন্য তাতে প্রস্রাব করা নিষেধ করা হয়েছে। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা সাদ বিন উবাদাহ্ আনছারী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর ইন্তিকাল এজন্য হয়েছিল, তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এক গর্তের মধ্যে প্রস্রাব করলেন, জ্বীন বের হয়ে তাঁকে শহীদ করে দিলেন। লোকেরা ঐ গর্ত থেকে এ আওয়াজ শুনল:

نَحْنُ قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ وَ رَمَيْنَاهُ بِسَهْمٍ فَلَمْ نُخْطِ فُؤَادَهُ

অর্থাৎ আমরা খাযরাজ গোত্রের সরদার সাদ বিন উবাদাহ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে শহীদ করেছি এবং আমরা তাকে এমন তীর মেরেছি, তার কলিজা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। [মিরআত, ১ খন্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা। মিরকাত, ২ খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা। আশিআতুল লুমআত, ১ খন্ড, ২২০ পৃষ্ঠা]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

আল্লাহ তাআলার রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তার সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

গোসলখানায় প্রস্রাব করা

প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী, রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিয়ুল মুযনিবীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কেউ যেন গোসলখানায় প্রস্রাব না করে, অতঃপর গোসল বা ওযু করলে, অধিকাংশ কুমন্ত্রণা তা থেকে সৃষ্টি হয়।" [আবু দাউদ, ১ খন্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭]

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন: যদি গোসলখানার জমিন (ফ্লোর) শক্ত হয় এবং এতে পানি বের হওয়ার পাইপ থাকে, তবে সেখানে প্রস্রাব করাতে কোন ক্ষতি নেই। তবে উত্তম হল না করা, কিন্তু যদি জমিন কাঁচা হয় আর পানি বের হওয়ার রাস্তাও না থাকে, তবে প্রস্রাব করা খুবই মন্দ কাজ, কেননা জমিন নাপাক হয়ে যাবে আর গোসল বা ওযুতে নাপাক পানি শরীরে পড়বে। এখানে দ্বিতীয় অবস্থাই উদ্দেশ্য। এজন্য জোরপূর্বক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ এর থেকে কুমন্ত্রণা এবং সন্দেহের রোগ সৃষ্টি হয় যেমন- পরীক্ষিত রয়েছে অপবিত্র ছিটকা সমূহ পড়ার কুমন্ত্রণা থাকে। [মিরআত, ১ খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা]

ইস্তিন্জার ঢিলার বিধান

۞ সামনে বা পিছন থেকে যখন অপবিত্রতা বের হয়, তখন ঢিলা দ্বারা ইস্তিন্জা করা সুন্নাত, আর যদি শুধু পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করে নেয় তখনও জায়েয। কিন্তু মুস্তাহাব হচ্ছে ঢিলা নেওয়ার পর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইস্তিন্জার পদ্ধতি

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

۞ সামনে এবং পিছন দিক থেকে প্রস্রাব বা পায়খানা ব্যতীত অন্যান্য অপবিত্রতা যেমন- রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি বের হয় বা এই বের হওয়ার জায়গা থেকে অপবিত্রতা লেগে যায়, তখনও ঢিলা দিয়ে পরিষ্কার করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জিত হবে। যদি এই জায়গা থেকে বের না হয়, তবে ধৌত করে নেয়া মুস্তাহাব। ۞ ঢিলার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা সুন্নাত নয়; বরং যতটা দ্বারা পরিষ্কার হয়। তবে যদি একটি দ্বারাও পরিষ্কার হয়ে যায়, তবে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে, আর যদি তিনটি ঢিলা নিল আর পরিষ্কার হলনা, তবে সুন্নাত আদায় হলনা। অবশ্য মুস্তাহাব হচ্ছে, বেজোড় সংখ্যা (যেমন- এক, তিন, পাচঁ) হওয়া এবং কমপক্ষে তিনটি হওয়া, তবে যদি এক বা দু’টি দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় তবে তিনটির সংখ্যা পূর্ণ করুন, আর যদি চারটি দ্বারা পরিষ্কার হয় তবে আরেকটি নিন যেন বেজোড় হয়ে যায়। ۞ ঢিলা দ্বারা পবিত্রতা লাভ তখনই করা হবে, যখন নাপাকী দ্বারা বের হবার স্থান থেকে আশেপাশে এক দিরহাম[১] কিংবা তদপেক্ষা বেশী জায়গা অপবিত্র না হয়। সুতরাং যদি এক দিরহামের বেশী নাপাকী প্রসারিত হয় তবে ধৌত করা ফরয। কিন্তু ঢিলা নেয়া তখনও সুন্নাত থাকবে। ۞ কঙ্কর, পাথর, ছেড়া কাপড় এসবই ঢিলার বিধানভূক্ত। এগুলো দিয়ে পরিস্কার করে নেওয়া নির্দ্বিধায় জায়েয (উত্তম হচ্ছে, ছেড়া কাপড় বা দর্জির মূল্যহীন সূতার কাপড় যেন **(COTTON)** হয়, যাতে তাড়াতাড়ি শোষণ করে নেয়)। ۞ হাড্ডি, খাবার, গোবর, পাকা ইট, মাটির পাত্রের ভাঙ্গা অংশ, আয়না, কয়লা, পশুর খাদ্য অনুরূপভাবে এমন জিনিস, যার কিছু না কিছু মূল্য রয়েছে, যদি ও এক-আধ পয়সাও হয় এসব জিনিস দ্বারা ইস্তিন্জা করা মাকরূহ্। কাগজ দিয়ে ইস্তিন্জা করা নিষেধ, যদিও তাতে কিছু লিখা না থাকে কিংবা আবু জাহেলের মতো কাফিরের নামও লিপিবদ্ধ থাকে।

---

[১] ‘দিরহাম পরিমাণ’ মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়াত ১ম খন্ড, ৩৮৯ পৃষ্ঠায় দেখুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।"(কানযুল উম্মাল)

۞ ডান হাতে ইস্তিন্‌জা করা মাকরূহ্। যদি কারো বাম হাত অকেজো হয়ে যায়, তবে তার জন্য ডান হাতে ইস্তিন্‌জা করা বৈধ। ۞ যে ঢিলা দিয়ে একবার ইস্তিন্‌জা করে নিয়েছে, সেটা পুনরায় ব্যবহার করা মাকরূহ্, তবে সেটার অপর পাশ পরিষ্কার থাকলে, ব্যবহার করতে পারেন। ۞ পুরুষের পিছনের জায়গার জন্য ঢিলা ব্যবহার করার পদ্ধতি হচ্ছে: গরমের মৌসুমে প্রথম ঢিলা সামনে থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবেন, দ্বিতীয়টি পিছন থেকে সামনে এবং তৃতীয়টি সামনে থেকে পিছনে নিয়ে যাবেন। শীতের মৌসুমে প্রথম ঢিলা পেছনের দিক থেকে সামনের দিকে, দ্বিতীয়টি সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে আর তৃতীয়টি পিছনের দিক থেকে সামনের দিকে নিয়ে যাবেন। ۞ পবিত্র ঢিলা ডান দিকে রাখা, আর ব্যবহার করার পর নাপাক ঢিলা বাম দিকে রাখা এবং ঢিলার যে দিকে নাপাকী লাগে তা নিচের দিক করে রাখা মুস্তাহাব। [বাহারে শরীয়ত, ১ খন্ড, ৪১০-৪১২ পৃষ্ঠা। আলমগীরি, ১ খন্ড, ৪৮-৫০ পৃষ্ঠা] ۞ টয়লেট টিস্যু ব্যবহার করা ওলামায়ে কেরামগণ অনুমতি দিয়েছেন। কেননা এটা এজন্য তৈরী করা হয়েছে এবং লিখার কাজে ব্যবহার হয় না। অবশ্য উত্তম হল মাটির ঢিলা।

মাটির ঢিলা এবং বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ

এক বিশ্লেষণ অনুযায়ী মাটির মধ্যে শোষণীয় **(AMMONIUM CHLORIDE)** এমনকি দূর্গন্ধ দূরীভূতকারী সর্বোত্তম উপাদানাদি বিদ্যমান রয়েছে। প্রস্রাব এবং পরিত্যক্ত মল, জীবাণুতে পরিপূর্ণ থাকে। এটি মানুষের শরীরের সাথে লাগা ক্ষতিকর, এর অংশ শরীরে লেগে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন রকমের রোগসমূহ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে, ডাক্তার হালুক লিখেন: ইস্তিন্‌জার মাটির ঢিলা বিজ্ঞানময় বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছে। মাটির সব অংশ জীবাণু নাশক হয়ে থাকে। এজন্য মাটির ঢিলা ব্যবহারের ফলে লজ্জাস্থানে বিদ্যমান জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায় বরং মাটির ঢিলার ব্যবহার "লজ্জাস্থানের ক্যান্সার" **(CANCER 0F PENIS)** থেকে রক্ষা করে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

বৃদ্ধ কাফির ডাক্তারের গবেষণা উন্মোচন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাত মোতাবেক ইস্তিন্জা করার মধ্যে পরকালের সৌভাগ্য এবং দুনিয়াতেও রোগসমূহ থেকে মুক্তি রয়েছে। কাফিররা ও ইসলামী রীতিনীতি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে স্বীকার করে নেয়। এটার উপমা এই ঘটনা থেকে লক্ষ্য করুন: যেমন- ফিজিওলোজীর এক সিনিয়র প্রফেসরের বর্ণনা হল: আমি ঐ সময় মারাকিশে ছিলাম। আমার জ্বর আসল ঔষধের জন্য এক অমুসলিম বৃদ্ধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি মুসলমান। আমি বললাম: জ্বী! আমি মুসলমান এবং পাকিস্তানী। এটা শুনে ডাক্তার বলতে লাগল: যদি তোমাদের দেশে একটি পদ্ধতি যা তোমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন; তা হয়ে যায়, তবে পাকিস্তানীরা অনেক রোগ থেকে বেঁচে যাবে! আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: কি পদ্ধতি? ডাক্তার বলল: যদি পায়খানার জন্য ইসলামী পদ্ধতি অনুযায়ী বসা হয়, তবে এপিন্ডিসাইডিস **(APPENDICITIS)**, স্থায়ী কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ্বরোগ এবং হৃদপিণ্ডের রোগসমূহ হবেনা!

ইস্তিন্জা করার সময় বসার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলমী ভাইয়েরা! অবশ্য আপনারাও জানতে চাইবেন যে, ঐ অপূর্ব পদ্ধতি কোনটি তবে শুনুন: হযরত সায়্যিদুনা সুরাকা বিন মালিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমাদেরকে **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আদেশ দেন যে, "আমরা যেন পায়খানা করার সময় বাম পায়ের উপর ভর দিই, আর ডান পা সোজা করে রাখি।"

[মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ, ১ খন্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০২০]

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

বাম পায়ের উপর ভর দেওয়ার হিকমত

পায়খানা করার সময় বাম পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে বসে ডান পা দাঁড় করিয়ে অর্থাৎ নিজের আসল অবস্থা **(NORMAL)** স্বাভাবিক রেখে অর্থাৎ বাম পায়ের উপর ভর দেওয়াতে অন্থি, যা বাম দিকে থাকে আর এতে আবর্জনা থাকে, এটির মুখ ভালভাবে খুলে যায় এবং সহজে বাহ্য-প্রস্রাব ইত্যাদির বেগ প্রশমন থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং যখন পেট পরিষ্কার হয়ে যাবে তখন অনেক রকমের রোগ থেকে মুক্তি লাভ হবে।

চেয়ারের মত কমোড (ইংলিশ কমোড)

আফসোস! বর্তমানে ইস্তিন্জার জন্য কমোড **(COMMODE)** ব্যাপক হতে যাচ্ছে, এ উপর চেয়ারের মত করে বসার কারণে পা ভাল ভাবে প্রসারিত হতে পারে না, পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে বসার তরকীব (ব্যবস্থা) না হওয়ার কারণে বাম পায়ে ভরও দেয়া যায় না, আর এভাবে অন্থি ও পেটে ভর পড়ে না এজন্য ভাল ভাবে কাজ সম্পাদন করা যায় না কিছু না কিছু আবর্জনা অন্থিতে অবশিষ্ট থেকে যায়, যাতে অন্থি ও পেটে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে। কমোড ব্যবহারের ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে খিচুনী রোগ সৃষ্টি হয়। হাজতের পর প্রস্রাবের ফোটা পড়ার বিপদও থাকে।

লজ্জাস্থানের ক্যান্সার

চেয়ারের মত কমোডে (ইংলিশ কমোড) পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করা, আর নিজের শরীর ও কাপড়কে পবিত্র রাখা এক কঠিন কাজ। এর জন্য অধিকহারে টয়লেট পেপার ব্যবহার হয়। কয়েক বছর পূর্বে ইউরোপে লজ্জাস্থানের অঙ্গসমূহের ক্ষতিকারক রোগসমূহ বিশেষ করে লজ্জাস্থানের ক্যান্সার তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ার খবর পত্রিকার মধ্যে প্রকাশিত হয়, গবেষণা বোর্ড বসে এবং ফলাফল এটা বর্ণনা করল যে, ঐসব রোগের দুটি কারণ পাওয়া যায়: ১· টয়লেট পেপার ব্যবহার করা। ২· পানি ব্যবহার না করা।

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

টয়লেট পেপার থেকে সৃষ্টি হওয়া রোগসমূহ

টয়লেট পেপার তৈরীতে এমন অনেক কেমিক্যাল ব্যবহার হয়, যা চামড়ার জন্য খুবই ক্ষতিকর। এর ব্যবহারের ফলে চামড়ার রোগসমূহ সৃষ্টি হয় যেমন- একজিমা এবং চামড়ার রং পরিবর্তন হওয়া। ডাক্তার ক্যানন ডায়ুস এর বক্তব্য হল: টয়লেট পেপার ব্যবহারকারী যেন এই চার রোগের আগমণের প্রস্তুতি নেয়: ১. লজ্জাস্থানের ক্যান্সার। ২. ভগন্দর (একটি পোড়া যা মলদ্বারের আশেপাশে হয় অর্থাৎ বসার স্থানের উপর, আর যা খুব কষ্ট দিয়ে থাকে)। ৩. চামড়ার ইনফেকশন **(SKIN INFECTION)** সমস্যা। ৪. পেপুন্দর রোগ **(VIRAL DISEASES)**।

টয়লেট পেপার এবং হৃদপিণ্ডের রোগসমূহ

ডাক্তারদের বক্তব্য হল: টয়লেট পেপারের মাধ্যমে ভাল ভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয় না। এজন্য জীবানুসমূহ ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে বিভিন্ন রকমের রোগের কারণ হয়। বিশেষত মহিলাদের প্রস্রাবের জায়গার মাধ্যমে হৃদপিণ্ডে প্রবেশ করে, যার কারণে অনেক সময় হৃদপিণ্ড থেকে পুঁজ আসা শুরু হয়ে যায়। হ্যাঁ, টয়লেট পেপার ব্যবহারের পর যদি পানি দ্বারা ইস্তিন্‌জা করা হয় তবে এটির ক্ষতি না হওয়ার পুরোপুরি সম্ভাবনা থেকে যায়।

শক্ত জমিতে ইস্তিন্‌জা করার ক্ষতিসমূহ

চেয়ারের মত কমোড (ইংলিশ কমোড) এবং **W.C.** (কমোড) ব্যবহার শরীয়তের দিক দিয়ে জায়েয। সুবিধার দিক থেকে কমেডের মোকাবেলায় **W.C.** (কমোড) উত্তম, যখন এত প্রশস্থ হয়ে এর উপর সুন্নাত অনুযায়ী বসা যায়। কিন্তু আজকাল ছোট **W.C.** (কমোড) লাগানো হয়, আর তাতে প্রশস্থ হয়ে বসা যায় না। হ্যাঁ; যদি পা রাখার জায়গা ফ্লোরের সাথে একসাথে রাখা হয়, তবে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশস্থভাবে বসা যেতে পারে। নরম জমিতে ইস্তিন্‌জা করাও সুন্নাত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

যেমন: পবিত্র হাদীসে **রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ বর্ণিত আছে: “যখন তোমাদের মধ্যে কেউ প্রস্রাব করতে চায় তবে যেন প্রস্রাবের জন্য নরম জায়গা খুজে।” [আল জামিউস্ সগীর, ৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫০৭] এর উপকারিতাকে স্বীকার করতে গিয়ে লিওবেল পাওয়েল **(louval poul)** বলেন: মানুষের স্থায়ীত্ব মাটিতে এবং ধ্বংসও মাটিতে, যখন থেকে লোকেরা নরম মাটির জমির উপর ইস্তিন্জা করার পরিবর্তে শক্ত জমিন (অর্থাৎ **w.c.** কমোড ইত্যাদির) ব্যবহার শুরু করে ঐ সময় থেকে পুরুষের মধ্যে পুরুষত্বের দূর্বলতা এবং পাথরী রোগের আধিক্য দেখা দেয়। শক্ত জমিনের উপর ইস্তিন্জা করার প্রভাবসমূহ নিন্মমূখী গ্রন্থিসমূহের **(PROSTATE GLANDS)** উপরও পড়ে। প্রস্রাব বা পায়খানা যখন নরম জমিতে পড়ে তখন এর জীবাণুসমূহ এবং বিষাক্ত এসিড তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়, আর শক্ত জমি যেহেতু শোষণ করতে পারেনা সেহেতু বিষাক্ত এসিড এবং জীবাণুর প্রভাব সরাসরি শরীরের উপর আক্রমন করে থাকে এবং বিভিন্ন রকমের রোগসমূহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রিয় আক্বা ﷺ দূরে তাশরীফ নিতেন

রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিয়ুল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান মর্যাদার উপর কুরবান, যখন হাজতের জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন এত দূরে যেতেন যেন কেউ না দেখে। [আবু দাউদ, ১ খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২] অর্থাৎ হয়ত গাছ কিংবা দেওয়ালের পিছনে বসতেন এবং যদি জনশূন্য মাঠে হয় তবে এতদূরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন যেখানে কারো দৃষ্টি পড়ত না। [মিরআত, ১ খন্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা] অবশ্যই **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রত্যেক কাজে দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য কল্যাণসমূহ লুকায়িত আছে। প্রস্রাব করার পর যদি প্রত্যেকে এক বদনা পানি প্রবাহিত করে দেয়, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দূর্গন্ধ এবং জীবাণুসমূহের বৃদ্ধি কম হবে।

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

পায়খানা করার পরও যেখানে এক/আধ বদনা পানি যথেষ্ট হয় ঐখানে ফ্লাশের মাধ্যমে পানি প্রবাহিত না করা। কেননা এটা কয়েক বদনা সমৃদ্ধ পানির সমপরিমাণ হয়ে থাকে।

হাজতের আগে হাটা-চলার উপকারিতা

আজকাল বিশেষত শহরের মধ্যে বদ্ধ রূমের ভিতরে বাথরূম **(ATTACHED BATH)** থাকে। যা জীবাণুসমূহের ছড়িয়ে পড়া এবং এগুলোর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া রোগসমূহের মাধ্যম। এক অভিজ্ঞ বায়োকেমিষ্টির বক্তব্য হল: যখন থেকে শহরে প্রশস্থতা, অধিবাসীর আধিক্যতা, ক্ষেতসমূহ কমে যেতে লাগল, তখন থেকে রোগসমূহ খুব বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। ইস্তিন্জা করার জন্য যখন থেকে দূরে হেটে যাওয়া ছেড়ে দেয়া হল, তখন থেকে কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস, বায়ু এবং হৃদপিণ্ডের রোগসমূহ বেড়ে গেছে। হাটা চলাতে অন্থির নড়াচড়ার মধ্যে তীব্রতা আসে যার কারণে ইস্তিন্জা করা আরামদায়ক হয়ে যায়। আজকাল হাটা চলা ছাড়া ঘরের মধ্যে বাথরূমে প্রবেশ করার কারণে অনেক সময় কাজ শেষ করে বের হতে দেরী হয়।

শৌচাগারে যাওয়ার ৪৭ টি নিয়্যত

নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রাহমান, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ হচ্ছে: "মুসলমানের নিয়্যত তার আমল থেকে উত্তম।" [আল মু'জামুল কবীর লিত্ তাবারানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৯৪২]

﴾১﴿ মাথা ঢেকে, ﴾২﴿ প্রবেশ করার সময় বাম পা দিয়ে এবং ﴾৩﴿ বের হওয়ার সময় ডান পা প্রথমে বের করে সুন্নাতের অনুসরণ করব, ﴾৪-৫﴿ উভয়বার অর্থাৎ প্রবেশ কারার পূর্বে এবং বের হওয়ার পর নির্ধারিত দোআসমূহ পাঠ করে নেব,

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো ইন্‌শাআল্লাহ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

﴾৬﴿ শুধু অন্ধকার অবস্থায় এই নিয়্যত করুন: পবিত্রতা অর্জনের সাহায্যার্থে বাতি জ্বালাব, ﴾৭﴿ কাজ শেষ হওয়ার পর তাড়াতাড়ি অপচয় থেকে বাঁচার নিয়্যতে বাতি নিভিয়ে দিব,

﴾৮﴿ হাদীস শরীফ: اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَان [সহীহ মুসলিম, ১৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২২৩] অর্থাৎ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। এর উপর আমল করতে গিয়ে পা গুলোকে ময়লা থেকে বাঁচানোর জন্য সেন্ডেল পরিধান করব, ﴾৯﴿ পরিধান করার সময় ডান পায়ে এবং ﴾১০﴿ খোলার সময় বাম পা দিয়ে শুরু করে সুন্নাতের অনুসরণ করব, ﴾১১-১২﴿ সতর খোলাবস্থায় ক্বিবলামুখী হওয়া বা ক্বিবলাকে পিঠ দেওয়া থেকে বেঁচে থাকব, ﴾১৩-১৪﴿ জমিনের নিকটবর্তী হয়ে শুধু প্রয়োজন অনুযায়ী সতর খুলব, এভাবে কাজ শেষ হওয়ার পর ﴾১৫﴿ দাঁড়ানোর পূর্বেই সতর ঢেকে নেব, ﴾১৬﴿ যা কিছু আবর্জনা বের হবে তার দিকে দেখব না, ﴾১৭﴿ প্রস্রাবের ছিটা থেকে বেঁচে থাকব, ﴾১৮﴿ লজ্জায় মাথা ঝুকিয়ে রাখব, ﴾১৯﴿ প্রয়োজনে চোখকে বন্ধ করে নেব এবং ﴾২০-২১﴿ অপ্রয়োজনে লজ্জাস্থান দেখা এবং স্পর্শ করা থেকে বেঁচে থাকব, ﴾২২-২৬﴿ বাম হাতে ঢিলা ধরে বাম হাতেই শুকিয়ে বাম দিকে (অপবিত্রতাপূর্ণ অংশ মাটির দিকে) রাখব, পবিত্র ঢিলাকে ডান দিকে রাখব, মুস্তাহাব সংখ্যক পরিমাণ যেমন- তিন, পাঁচ, সাতটি ঢিলা ব্যবহার করব, ﴾২৭﴿ পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করার সময় শুধুমাত্র বাম হাত লজ্জাস্থানে লাগাব ﴾২৮﴿ শরীয়াতের মাসআলার উপর চিন্তাভাবনা করব না, (কেননা, এটা হতভাগ্যের লক্ষণ) ﴾২৯﴿ সতর খোলা থাকাবস্থায় কথাবার্তা বলব না এবং ﴾৩০-৩১﴿ প্রস্রাব ইত্যাদির মধ্যে থুথু ফেলব না এবং নাকও পরিষ্কার করব না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

﴾৩২-৩৩﴿ যদি তাড়াতাড়ি গোসলখানায় ওযু করতে না হয়, তবে পবিত্রতা সম্পন্ন হাদীসের উপর আমল করতে গিয়ে উভয় হাত ধুয়ে নেব এমনকি ﴾৩৪﴿ যা কিছু বের হয়েছে ঐ গুলোকে প্রবাহিত করে দেব (প্রস্রাব করার পর যদি প্রত্যেকে এক বদনা পানি প্রবাহিত করে দেয় তবে দূর্গন্ধ এবং জীবাণুসমূহের বৃদ্ধি কমে যাবে), পায়খানা করার পর ও যেখানে এক/আধ বদনা পানি যথেষ্ট হয়, সেখানে ফ্লাশ ট্যাংক থেকে পানি প্রবাহিত না করা কেননা সেখানে কয়েক বদনা পানি থাকে, ﴾৩৫﴿ পানির মাধ্যমে ইস্তিন্জা করার পর উভয় পা কে গোড়ালী পর্যন্ত সতর্কতার সাথে ধুয়ে নিব (কেননা এই জায়গায় সাধারণত ময়লা যুক্ত পানির ছিটা আসে) ﴾৩৬﴿ কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাব, ﴾৩৭﴿ বেপর্দা থেকে বাঁচার জন্য শৌচাগারের দরজা বন্ধ করব, ﴾৩৮﴿ মুসলমানদেরকে ঘৃণা থেকে বাঁচানোর জন্য কাজ শেষ হওয়ার পর দরজা বন্ধ করব।

পাবলিক টয়লেটে যেতে এই নিয়্যত করে নিন

﴾৩৯-৪১﴿ যদি লম্বা লাইন হয়, তবে ধৈর্য্যের সাথে নিজের সময়ের জন্য অপেক্ষা করব। কারো হক নষ্ট করব না, বারবার দরজায় আঘাত করে ঐ ব্যক্তিকে কষ্ট দিবনা, ﴾৪২﴿ যদি নিজে ভিতরে থাকাবস্থায় কেউ বারবার দরজায় আঘাত করে, তবে ধৈর্য্যধারণ করব, ﴾৪৩﴿ যদি কারো আমার থেকে বেশী হাজতের প্রয়োজন হয় এবং কোন কঠিন বাধ্যবাধকতা বা নামায চলে যাওয়ার সম্ভাবনা না হয়, তবে ইসার করব, অর্থাৎ অন্যকে প্রধান্য দিব, ﴾৪৪﴿ যথাসম্ভব ভীড়ের সময় ইস্তিন্জাখানায় গিয়ে ভীড় আরো বাড়িয়ে মুসলমানদের উপর বোঝা হব না,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

﴾৪৫﴿ দেওয়ালে কিছু লিখব না, ﴾৪৬﴿ সেখানে বিদ্যমাণ অশ্লীল ছবি দেখে, ﴾৪৭﴿ নির্লজ্জ্য লিখা পড়ে নিজের চোখদ্বয়কে কিয়ামতের দিন নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী বানাব না।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
সহীহ বুখারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	জামে সগির	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
সহীহ মুসলিম	দারু ইবনে হাযাম, বৈরুত	মিরকাতুল মাফাতিহ্	দারুল ফিক্‌র, বৈরুত
সুনানে তিরমিযী	দারুল ফিক্‌র, বৈরুত	আশিয়াতুল লুমআত	কুয়েটা
সুনানে আবু দাউদ	দারু ইহ্ইয়াউত্ তুরাসিল আরবী, বৈরুত	মিরআতুল মানাজিহ্	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
সুনানে নাসাঈ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ফতোওয়ায়ে আলমগীরি	দারুল ফিক্‌র, বৈরুত
সুনানে ইবনে মাজাহ	দারুল মায়ারিফ, বৈরুত	রাদ্দুল মুহতার	দারুল মায়ারিফ, বৈরুত
মু’জামুল কাবীর	দারু ইহ্ইয়াউত্ তুরাসিল আরবী, বৈরুত	ফাতোওয়ায়ে রযবীয়া	রেযা ফাউনডেশন, মারকাজুল আউলিয়া, লাহোর
মাজমাউল যাওয়াইদ	দারুল ফিক্‌র, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা কারাচী

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দাওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net

web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সওয়াব অর্জন করুন।

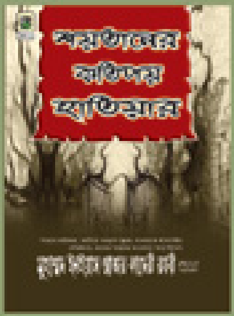

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

الحمد لله عزوجل। কুর'আন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাজের পর সুন্নতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসূলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সুন্নত প্রশিক্ষনের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন'আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার জিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। إن شاء الله عزوجل এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নতের অনুসরণ এর মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** إن شاء الله عزوجل

নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন'আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। إن شاء الله عزوجل

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদিনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মো-০১৯২০০৭৮৫১৭

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মো-০১৮১৩৬৭১৫৭২,০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদিনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মো-০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net

Web : www.dawateislami.net

مکتبۃ المدینہ (دعوتِ اسلامی)